ভুটান প্রধানমন্ত্রীর ভারতে সরকারি সফর উপলক্ষ্যে জারি যৌথ প্রেস বিবৃতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লিওনছেন শেরিং টোবগে ১০-১৮ জানুয়ারি ২০১৫ সরকারি সফরে ভারতে আসেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচীর মধ্যে ছিল ২০১৫ সালের ১১-১৩ জানুয়ারি গুজরাটের আমেদাবাদ,১৪-১৫ জানুয়ারি নয়াদিল্লি, ১৬-১৮ জানুয়ারি বুদ্ধগয়া এবং বারাণসী।

ভুটান প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর স্ত্রী আউম তাসি দোমা,সম্মানীয় বিদেশমন্ত্রী রিনঝিন দোরজি, সম্মানীয় আর্থিক বিষয়ক মন্ত্রী নরবু ওয়াংচুক এবং ভুটান রাজ সরকারের উচ্চপদস্থ আমলারা।

আমেদাবাদে ভুটান প্রধানমন্ত্রী ভাইব্রেন্ট গুজরাট সম্মেলনে যোগ দেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে গুজরাটে স্থাপিত সফল প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করেন। এরমধ্যে রয়েছে গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স টেক-সিটি(জিআইএফটি),সৌরোপার্ক,কৌশল বর্ধন কেন্দ্র(স্কিল ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট), সাবরমতী নদীতীর,গরিমা পার্ক এবং কিডস সিটি। প্রধানমন্ত্রী বড়নগরের বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করেন।

১১ জানুয়ারি ২০১৫ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সেরিং টোবগে সফররত অন্যান্য সভ্রান্ত গণ্যমান্যদের সংগে ভাইব্রেন্ট গুজরাট সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। সম্মেলন প্রারম্ভে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আমন্ত্রিত সভ্রান্ত ব্যাকতিদের প্রাতঃরাশে মিলিত হন।প্রধানমন্ত্রী সম্মানিত অভ্যাগতদের মধ্যাহ্ ভোজে আপ্যায়ণ করেন।

১০ জানুয়ারি ২০১৫ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর সংগে মিলিত হন এবং দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বিস্তৃত এবং অভিন্ন স্বার্থ ও উ দ্বেগের আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক বিষয়েও আলোচনা করেন। উভয় প্রধানমন্ত্রী ভারত ও ভুটানের মধ্যে বিদ্যমান বর্তমান মৈত্রীপূর্ণ ও নিবিড় সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই সম্পর্ক আরো শকতিশালী করে তোলার জন্য প্রত্যয় ব্যাকতো করেন।

দুই প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যেকার জলবিদ্যুত ক্ষেত্রের সহযোগিতা উভয় দেশের পক্ষে উপকারী এবং উভয় দেশের মধ্যে উইন-উইন পরিবেশ তৈরি করেছে বলে সহমত হন। আর্ন্তসরকারি মডেলের অধীনে ২৯৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন নির্মিয়মাণ তিনটি জলবিদ্যুত প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে দুই প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারত-ভুটান যৌথ উদ্যোগে দশহাজার মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনের উদ্যোগের

দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে তাঁরা ২১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন চারটি যৌথ উদ্যোগের প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী পরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি আনন্দিবেন প্যাটেলের সংগেও সাক্ষাৎ করেন। গুজরাট থেকে ভুটানে লগ্নি ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সহ ভুটান ও গুজরাটের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

নয়াদিল্লিতে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতির সংগে সাক্ষাৎ করেন।তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং,পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ,অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি,প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী মনোহর পানিক্কর,বিদ্যুত মন্ত্রী শ্রী পীযুশ গোয়েল,জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত ডোভাল এবং পররাষ্ট্রসচিব শ্রীমতি সুজাতা সিং-এর সংগে দেখা করেন।

উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলিতে দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান এক অনন্য ও বিশেষ সম্পর্কর বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় এমন পারস্পরিক আস্থা,সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার সূচক ছিল।

১৬-১৮ জানুয়ারি ভুটান প্রধানমন্ত্রী বারাণসী ও বোধগয়ার পবিত্র স্থান পরিদর্শন করেন। ভুটানের জনতা যখন তাঁদের চতুর্থ রাজা মহামান্য জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের ষাটতম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করছেন,এমন এক বিশেষ বছরে ভারতের জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বোধগয়ায় একটি বোধিবৃক্ষের চারাগাছ উপহার দেওয়া হয়।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর দুদেশের শীর্ষপর্যায়ে নিয়মিত সফর বিনিময়ের ঐতিহ্যের পুনউচ্চারিত এক নজীর এবং দুই নিকট বন্ধুর মত বিনিময়ের নিদর্শন। ভারত ও ভুটানের মধ্যেকার বিদ্যমান উৎকৃষ্ট দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো শকতিশালী করবে এই সফর।

নয়াদিল্লি

১৮ জানুয়ারি ২০১৫